অবরুদ্ধ তিন ঘণ্টা

শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে আসা নেতাকর্মীদের ঠেকাতে মোড়ে মোড়ে পুলিশ, ব্যারিকেড॥ পালিত হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

স্টাফ রিপোর্টার॥ সংসদ ভবনসহ বিশেষ কারাগারের চতুর্দিক প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী অবরুদ্ধ। মোড়ে মোড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশের সতর্ক অবস্থান, সকল রাস্তা-গলিপথে কাঁটাতারের শক্ত ব্যারিকেড। টার্গেট কারান্তরীণ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসা অগণিত নেতাকর্মী, ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীদের ঠেকানো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারাগারে বসেই অবরুদ্ধ রাজপথ পেরিয়ে আসা বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, ভক্ত, অনুরাগীদের পাঠানো ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় সিক্ত হন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার ছিল তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। অতীতে এই দিবসটিকে ঘিরে নেতাকর্মী, ভক্ত, শুভানুধ্যায়ীদের এমন উন্মাদনা দেখা যায়নি। এছাড়া দিবসটির ব্যতিক্রম আরেকটি চিত্র ছিল- গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রথম মত-পথ ভুলে দলটির সকল কেন্দ্রীয় নেতা অন্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ কারাগারে বন্দী দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো। আর দীর্ঘদিন পর সব জ্যেষ্ঠ নেতাকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে মাঠের কর্মী, সমর্থকরাও ছিলেন বেশ উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে কারাবন্দী নেত্রীকে মুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এভাবেই ঢাকাসহ সারাদেশে পালিত হয় দিবসটি। আর জরুরী অবস্থা জারির পর এই প্রথম আওয়ামী লীগ কোন কর্মসূচীকে ঘিরে শনিবার রাজধানীতে বড় ধরনের একটি শো-ডাউন করল।

তবে দিবসটির সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বিষয়টি ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নেয়া কঠোর নিরাপত্তা বলয়। কর্মসূচী শুরুর প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে থেকেই সংসদ ভবনসহ বিশেষ কারাগারের চতুর্দিক অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়। বিপুলসংখ্যক পুলিশ মিরপুর সড়কসহ শ্যামলী শিশুমেলা, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন, আসাদ গেট, খামারবাড়ী, মোহাম্মদপুরের প্রবেশমুখসহ বিশেষ কারাগারসংলগ্ন সকল সড়ক ও গলির প্রবেশমুখে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় ওইসব সড়কে যানবাহন চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। গাড়িগুলো অন্য সড়কে ঘুরিয়ে দেয়ার কারণে আশপাশের রাস্তাগুলোয় যানজটের সৃষ্টি হয়। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা এই পুরো এলাকা ছিল কার্যত অবরুদ্ধ। এতে যাত্রী ও পথচারীদের মারাত্মক দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে।

পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে পথ রুদ্ধ করলে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী কর্মসূচীতে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সবার হাতেই ছিল একগুচ্ছ করে ফুল। অন্যদিকে বিশেষ কারাগারের সামনে গড়ে তোলা হয় তিন স্তরের ব্যারিকেড। যদিও পুলিশ বিভিন্ন সংগঠনের সীমিতসংখ্যক নেতাকে পর্যায়ক্রমে বিশেষ কারাগারের সামনে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়। ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো শেষ হলে বেলা ১১টায় ওই সড়কগুলো থেকে ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়, স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

সকালে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংসদ ভবন চত্বরের বিশেষ কারাগারে শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। শুধু কেন্দ্রীয় নেতারাই নন, দল ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, সমর্থক ছাড়াও অসংখ্য ভক্ত-শুভানুধ্যায়ী পুলিশের ব্যারিকেড পেরিয়ে বিশেষ কারাগারের সামনের আসাদ গেট প্রান্তে জড়ো হয়ে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফুল এবং মিষ্টি পাঠিয়ে তাঁদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বহির্প্রকাশ ঘটান। গণমোনাজাতে অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন কারান্তরীণ শেখ হাসিনার।

দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আলোচনার টেবিলে শেখ হাসিনাকে মুক্ত করা যাবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করতে হবে। আওয়ামী লীগ তাঁর নেতৃত্বেই সংলাপ ও নির্বাচনে যাবে। নেতারা এ কঠোর কর্মসূচী দেয়ার আগেই সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রিয় নেত্রীকে দলের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা আকৃতির ফুলের তোড়া পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিশেষ কারাগারের গেটে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন ডেপুটি জেলার তারিকুল ইসলাম। পরে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় শেখ হাসিনার কাছে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মুকুল বোস, সাবের হোসেন চৌধুরী, আবদুল মান্নান, মাহমুদুর রহমান মান্না, আক্তারুজ্জামান, আবদুর রহমান, মেজর জেনারেল (অব) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান, নুরুল ইসলাম নাহিদ, কর্নেল (অব) ফারুক খান, হাবিবুর রহমান সিরাজ, ড. আবদুর রাজ্জাক, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, হাবিবুর রহমান খান, ক্যাপ্টেন (অব) এবি তাজুল ইসলাম, ডা. দীপু মনি প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় নেতাদের পর একে একে মহানগর আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, মৎস্যজীবী লীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ প্রভৃতি সংগঠন বিশেষ কারাগারে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়ে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান। ফুলের তোড়া দেয়া নিয়ে মহিলা আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়।

কারান্তরীণ শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পর বিশেষ কারাগারের সামনে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন, মানুষ আজ নানা সমস্যায় নিপতিত। দেশ, জাতি ও জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে হবে। আমির হোসেন আমু বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংলাপ ও নির্বাচনে অংশ নিতে চায়। সময়মতো ও প্রয়োজনে তার মুক্তির জন্য আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। তবে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার আগেই সরকার তাঁকে মুক্তি দেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য কেবল আইনী লড়াই যথেষ্ট নয়। এ লক্ষ্যে আন্দোলন চলছে। আরও কর্মসূচী আসবে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অর্থবহ সংলাপের লক্ষ্যে দলীয় সভানেত্রীর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেন। ফুলের শুভেচ্ছা

প্রদান কর্মসূচীতে পুলিশী কঠোরতা ও বাধাদানের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এটা করে সরকার দুর্বল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ। সমাবেশ থেকে শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবুল কালামের নেতৃত্বে বেলা ১২টার দিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে বটতলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের আলোচনাসভা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক লীগ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলপূর্ব আলোচনাসভার আয়োজন করে। এতে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রাজ্জাক বলেন, দেশ ও জনগণের শান্তি এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে হবে। সুচিকিৎসায় বিদেশে পাঠাতে হবে। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, সরকার দেশকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কত সময় লাগবে কেউ বলতে পারে না। তাই শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, ১১ মাসে মাইনাস টু থিউরি বাস্তবায়নের জন্য অনেক খেলা ও ষড়যন্ত্র হয়েছে। তবে যতই নির্যাতন হচ্ছে, দিনে দিনে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। মানুষের মধ্যে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। অধ্যাপক আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আবদুল মান্নান, মোল্লা মোঃ আবু কাওছার, মতিউর রহমান মতি, মাহবুবুর রহমান, নির্মল রঞ্জন গুহ, পথিক সাহা, এ্যাডভোকেট মনজু নাজনীন, ওবায়দুল হক খান প্রমুখ।

নগর আ'লীগের মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ। এতে অংশ নেন আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সুবিদ আলী ভূঁইয়া, মুকুল বোস, আবদুল মান্নান, সাহারা খাতুন, কর্নেল (অব) ফারুক খান, ইয়াফেস ওসমান, হাবিবুর রহমান খান, অসিম কুমার উকিল, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম প্রমুখ। এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নেতারা বলেন, শেখ হাসিনাকে কারাগারে রেখে কথিত জাতীয় সনদ তৈরির ফর্মুলা সফল হবে না। শেখ হাসিনাবিহীন সংলাপ-সমঝোতা-নির্বাচন কোনটাই বাস্তবায়িত হবে না।

সংলাপ ব্যর্থ হলে কি করণীয়, তা নিয়েই ব্যস্ত সরকারী মহল!

বড় দলগুলোর জোটের সম্ভাবনা প্রবল, সরকারের চিন্তাও এখানেই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ প্রতীক্ষিত সংলাপের সফলতা-ব্যর্থতার ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত রাজনীতির গতিপথ। আর সংলাপের ভাগ্য বা ফলকে ঘিরেই ঘটবে মূল মেরুকরণ। কোন কারণে সংলাপ ব্যর্থ হলে পরবর্তী করণীয় কী হবে, তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত সরকারী মহল। সংলাপ ভেস্তে গেলে আগামী নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়বে– এটি জেনেই বিকল্প পথও হাতে রেখে এগোচ্ছে তারা। অন্যদিকে এক ও অভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে সরকারের সংলাপের টেবিলে যেতে দীর্ঘদিন পর রাজনীতির মাঠে শুরু হয়েছে জোটের রাজনীতি।

সংলাপের মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণে সমঝোতার নির্বাচন, নাকি দুই নেত্রী অর্থাৎ প্রধান দুই দলকে বাইরে রেখেই আস্থাশীল অন্য দলগুলোকে নিয়ে নির্বাচন? কিংবা আওয়ামী লীগ বা বিএনপির যে কোন একটি দলের সঙ্গে সমঝোতা ভিত্তিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়ন? 'এক্সিট প্লান' বাস্তবায়নে কোন পথটি আসলে সুগম, আর কোন পথটি কন্টকাকীর্ণ হবে–সেটি নির্ধারণেই ব্যস্ত ওই মহলটি। ফলে আসন্ন সংলাপের সফলতা বা ব্যর্থতার ওপরই আগামী নির্বাচনে ওই তিন বা ততোধিক বিকল্পপন্থার বাস্তবায়ন ঘটতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আভাস দিয়েছে।

আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হতে হাতে বাকি আর মাত্র তিন দিন। আগামী ২২ মে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে শুরু হবে কাঙ্ক্ষিত ওই সংলাপ। কিন্তু সংলাপের দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসছে–এর সফলতা নিয়ে সংশয়, অনিশ্চয়তা ও নানা গুঞ্জন ক্রমশ বাড়ছে। সরকার থেকে চার দিন আগে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে দলগুলোকে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রেরণের কথা বললেও এখন পর্যন্ত বড় দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির হাতে তা পৌঁছায়নি। আর চিঠি না পাওয়ায় বড় দল দুটি জোটবদ্ধ শরিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অভিন্ন প্রস্তাব তৈরি করা তো দূরে থাক, সংলাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তই এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি। ফলে দিন যত এগোচ্ছে, সংলাপকে ঘিরে মানুষের শঙ্কা, অনিশ্চয়তা ততই বাড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সংলাপকে ঘিরে বড় দলগুলোর জোটের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় সরকারী মহলগুলোর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আসন্ন সংলাপ ও আগামী নির্বাচনকে ঘিরে নানা বিকল্পপন্থা নিয়ে কাজ করছে তারা। সূত্রটির ধারণা, সরকার এখনও হার্ডলাইনেই হাঁটছে। সে ক্ষেত্রে সংলাপের আগে দুই নেত্রীর মুক্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এছাড়া সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আগামী নির্বাচনেও দুই নেত্রীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। আর দুই নেত্রীকে ছাড়া সংলাপ বা নির্বাচন কতটুকু সফল হবে বা গ্রহণযোগ্যতা পাবে এটিও চিন্তাভাবনায় রয়েছে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে।

অসমর্থিত সূত্রগুলোর মতে, কারান্তরীণ দুই নেত্রী ছাড়াই আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সংলাপ-নির্বাচনে দুটোতে আনার ব্যাপারে একটি প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনে দলের নেতৃত্ব দিতে পারলেও প্রার্থী হতে পারবেন না–এমন সমঝোতায় দুই নেত্রীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার তৎপরতা চলছে। এ নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল থেকে দুই নেত্রীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগও চলছে বলে ওই সূত্রটির দাবি। তাঁদের মতে, ওই বিকল্প পথে সাফল্য না আসলে দুই নেত্রীসহ বড় দলগুলোকে বাদ রেখেই আস্থাশীল অন্য ছোট দলগুলোকে দিয়ে নির্বাচন এবং সরকার গঠনের মাধ্যমে সরকারের সকল কাজের বৈধ্যতা দেয়া। কারণ সরকারী মহলটি নিশ্চিত, জরুরী অবস্থা বহাল রেখে ও দুই নেত্রী ছাড়া বড় দলগুলোর নির্বাচনে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ওই দুই বিকল্প পথ ছাড়াও গোপন সমঝোতার মাধ্যমে কোন একটি বড় দলকে নির্বাচনে আনা যায় কী-না, এ নিয়েও ভাবছে সরকার। সূত্রটির ধারণা, নির্বাচনের মাঠে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কোন একটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে ওই নির্বাচনের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন উঠবে না। আর বড় ওই দুই দলের যে অংশের সঙ্গে সমঝোতা হবে তারাই গঠন করবে আগামী সরকার। অন্য সমমনাদের নিয়ে ঐকমত্যের সরকার গঠনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল কাজের বৈধতা আদায় করা যাবে। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের কোন সূত্র থেকেই এসব বিকল্প পথের সত্যতা পাওয়া

না গেলেও সংলাপ ব্যর্থ হলে ওইসব বিকল্প পথের যে কোন একটি আগামী নির্বাচনে বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন কেউ-ই।

ইতোমধ্যে সংলাপকে ঘিরে নানা সংশয়, অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। শর্তহীন সংলাপ বলা হলেও সরকার ও দলগুলোর শর্তের পাহাড় জমতে শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণই সংলাপের মূল বিষয়বস্তু হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে বেশ কিছু এজেন্ডার প্রাক-উল্লেখও রয়েছে। নির্বাচনী ফল মেনে নেয়া, সংসদ বর্জন না করা, হরতাল-অবরোধ-ঘেরাও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিহার, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের ইঙ্গিত রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার। সংলাপের টেবিলে গেলে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এসব বিষয়ে অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর শর্তের পরিধিও কম নয়। তবে প্রায় সব বড় দলই প্রধান তিনটি দাবিতে অনড়। তা হচ্ছে- দুই নেত্রীর মুক্তি, যত দ্রুত সম্ভব জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার। এ নিয়ে জোটের রাজনীতিও শুরু হয়েছে জোরেশোরেই। আওয়ামী লীগ সম্ভবত সোমবার থেকেই চৌদ্দ দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সংলাপের এক ও অভিন্ন রূপরেখা তৈরি করবে। অন্যদিকে বসে নেই বিএনপিও। বিভক্ত হলেও মূলধারার অংশটি শরিক চারদলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে এক ও অভিন্ন প্রস্তাব তৈরির চেষ্টা করছেন। জামায়াত নেতারা ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বিএনপিসহ জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেই তারা সংলাপের ব্যাপারে দলীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে।

বড় ধরনের নির্মাণ ত্রুটির কারণে চরমপন্থীরা দেয়াল ভেঙ্গে পালাতে পেরেছে

পুলিশ গুলি করে একজনকে ধরেছে॥ ৫ রক্ষী সাসপেন্ড

জনকণ্ঠ রিপোর্ট॥ চুয়াডাঙ্গা কারাগারের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এর মধ্যে চরমপন্থীরা কারাগারের সেলের দেয়াল ভেঙ্গে পালাতে সক্ষম হয়েছে। বড় ধরনের নির্মাণ ত্রুটির কারণে অতি সহজে চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা কারাগারের দেয়াল ভাঙতে পেরেছে বলে ধারনণা করা হচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে কারাগারের দেয়াল ভেঙ্গে পালানো ৪ চরমপন্থীর মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শনিবার একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত হামিদ বাহিনীর প্রধান হামিদ লস্কর (৫২) ৪৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী। অপর তিনজনকে গ্রেফতারের জন্য অভিযানের পাশাপাশি ছবিসহ লিফলেট বিতরণ ও স্থানীয় কেউ যেন আশ্রয় না দেয় এজন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়া সীমান্তসহ সর্বত্র ছবিসহ বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার পর কারা অধিদফতর থেকে দেশের অন্য কারাগারগুলোতে পাঠানো হয়েছে বিশেষ বার্তা। শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের সব কারাগারে বিশেষ দরবার।

শনিবার সকালে পুলিশ পলাতক ৪ জনের মধ্যে হামিদকে চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার ছয়মরিয়া সিরাজের বাড়ি ঘেরাও করে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে হামিদ লস্কর বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে ওসি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাশপাশি অপর তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা।

আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসান শনিবার জনকণ্ঠকে বলেন, ইতোমধ্যে ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা কারাগারের নির্মাণ সম্পর্কে বলেন, গত নবেম্বর মাসে কারাগারটি উদ্বোধন করা হয়। পিডব্লিউডি-এর অধীনে এর নির্মাণকাজ করা হয়। হয়তো কোন ত্রুটির কারণে সন্ত্রাসীরা সহজে দেয়াল ভাঙতে পেরেছে। আজ রবিবার রাতে রাজশাহীর ডিআইজি প্রিজন্স মেজর হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের রিপোর্ট দেয়ার কথা রয়েছে। রিপোর্ট পেলে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

অপরদিকে কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা কারাগারের দেয়াল ভেঙ্গে ৪ চরমপন্থী পালানোর পর দেশের কারাগারগুলোতে নেয়া হয়েছে বাড়তি সর্তকর্তা। চিঠি দিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জানানো হয়েছে। সব কারাগারে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। শনিবার কারাগারগুলোতে বসে বিশেষ দরবার। যেখানে বন্দীরাও উপস্থিত থাকে। যেখানে নানান দিক নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কারাগারগুলোর সেলের দেয়াল বা রডে কোন ধরনের সমস্যা আছে কিনা তা আবার নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের প্রতি বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। সাধারণত এদেরই পালানোর মানসিকতা বেশি। তবে কারাগার সূত্র তাদের সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে লোকবল সঙ্কটের কথাও বলেছেন। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, চুয়াডাঙ্গা কারাগারের কথা, যেখানে দায়িত্ব পালন করছেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কারাগারে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন। এ রকম লোকবলের সঙ্কট বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় কারারক্ষীও অনেক কম রয়েছে। দেশের বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে ভিআইপি বা ভিভিআইপি বন্দী। রয়েছে বিশেষ কারাগার। সব মিলিয়ে কারাগার কর্তৃপক্ষকে পোহাতে হচ্ছে নানান ঝামেলা।

সেই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার কারাগারের সেল থেকে সব সন্ত্রাসীকে ওয়ার্ডে সরিয়ে আনা হয়েছে। ঘটনার পর গঠিত পৃথক দু'টি কমিটির মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষ করে শনিবারও প্রতিবেদন দাখিল করেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গঠিত দুই সদস্যের কমিটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে বলা হয়েছিল। চুয়াডাঙ্গা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুল ইসলাম জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পরীক্ষার পর কর্তব্যে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হবে।

এদিকে আমাদের চুয়াডাঙ্গা সংবাদদাতা জানান, পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করতে সাঁড়াশি অভিযান চলছে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ পলাতকদের ছবিসহ লিফলেট বিতরণ করেছে। কেউ যেন এদের আশ্রয় না দেয় এজন্য সাধারণ জনগণকে আহবান জানানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার রাতে রাত পৌনে ২ টায় জেলা কারাগারের সেলের দেয়াল ভেঙ্গে চরমপন্থী চার ক্যাডার হামিদ লস্কর, আশিকুর রহমান টগর, আক্তারুজ্জামান সোহাগ, জোরাপ আলি বাচ্চু পালিয়ে যায়। এরা সবাই দাগী ও সাজাপ্রাপ্ত আসামী।

দলীয়করণ স্বজনপ্রীতি ও জ্যেষ্ঠতা ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি

ডিসিসিতে টাস্কফোর্সের কাছে অভিযোগ

নিখিল মানখিন ॥ দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও টাকার জোরে জ্যেষ্ঠতা ডিঙ্গিয়ে সম্পন্ন হয়েছে পদোন্নতির রমরমা বাণিজ্য। বিগত রাজনৈতিক সরকারের আমলে ডিসিসিতে মঞ্চস্থ হওয়া এমন বহু ঘটনার সন্ধান পেয়েছে টাস্কফোর্স। নিচের পদে থেকেও কেউ কেউ ভোগ করছেন উপরের পদের ক্ষমতা। সহকারী প্রকৌশলী হয়েও নির্বাহী প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করার নজিরও পাওয়া গেছে। বিতর্কিত ওই সব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ। নগর ভবনে টাস্কফোর্স অফিস খোলার পর এ ধরনের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন এ ধরনের দশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েও উপরের পদে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে বসে আছেন শিহাবউল্লাহ। একই সঙ্গে তিনি চারটি প্রকল্পের পরিচালক। নগর ভবনে ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত এই প্রকৌশলীর বিষয়টি টাস্কফোর্স খতিয়ে দেখছে। শিহাবউল্লাহ ১৯৯৩ সালের ডিসিসির পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে যোগ দেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তাকে উচ্চপদে দায়িত্ব দেয়ার বিধান না থাকলেও তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী শামসুল হক ভূঁইয়ার আত্মীয় হওয়ার সুবাদে তিনি প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পান। এর পর শিহাবউল্লাহ প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষের আগেই প্রকল্পের দু'টি নির্বাহী প্রকৌশলী পদের একটিকে বিলুপ্ত করে একটি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ ও আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন করিয়ে আনেন। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী পদে আবু সালেহ মোঃ মাইনুদ্দিন থাকার পর শিহাবউল্লাহকে কোথায় দেয়া হবে, সেই প্রশ্ন ওঠে। প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে কাউকে দেয়ার মতো জনবল না থাকায় শিহাবউল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ঘটনায় প্রকৌশলীরা তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত অভিযোগ জানালে ডিসিসি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু গত এক বছরেও তদন্ত কমিটি কোন রিপোর্ট দিতে পারেনি। শিহাবউল্লাহ বর্তমানে আরও তিনটি প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ডিসিসির এক কর্মকর্তা জানান, এ ধরনের ঘটনায় যোগ্য কর্মকর্তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে করপোরেশনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে।

অন্যদিকে পদোন্নতি না পেলেও ৬ বছর ধরে উচ্চ পদের বেতন তুলছেন আরেক সহকারী প্রকৌশলী আশিকুর রহমান। মেয়রের আস্থাভাজন হওয়ায় তিনি যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অনিয়মের অভিযোগে সম্প্রতি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ২০০০ সালে আশিকুর রহমান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ভুয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিয়ে পদোন্নতি নেন। প্রজ্ঞাপনটি ডিসিসিতে নথিজাত করে নতুন বেতন স্কেলে বেতন-ভাতা তোলা শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আনিসুর রহমান প্রজ্ঞাপনটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ডিসিসির চাকরি বিধিতে পদোন্নতিদানের জন্য আট সদস্যের একটি বাছাই কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে কমিটির চেয়ারম্যান মেয়র ও সদস্য সচিব হলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বাছাই কমিটিই চূড়ান্ত করে পদোন্নতির বিষয়। পরবর্তীতে তা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্মতি জানালে পরিবর্তিত বেতন স্কেল কার্যকর হয়ে যায়। আশিকুর রহমানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি সংস্থার সচিবের কাছে নথিজাতও করা হয়নি। বাছাই কমিটির কোন বৈঠকই করা হয়নি। প্রজ্ঞাপনটি ডিসিসির হিসাব বিভাগে জমা দিয়েই বেতন-ভাতা নেয়া শুরু করেন আশিকুর রহমান। পরবর্তীতে বিষয়টি ধরা পড়লে ২০০৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আশিকুর রহমানকে পদাবনতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়। ডিসিসির তৎকালীন সচিব আলমগীর হোসেন খানকে ম্যানেজ করে আশিকুর রহমান তা স্থগিত রাখেন। ২০০৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আরেক আদেশে আশিকুর রহমানকে জরুরীভিত্তিতে পদাবনতি দিয়ে পূর্বোক্ত বিভাগে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। তাতেও কাজ হয়নি। সর্বশেষ ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আশিকুর রহমানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। ডিসিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সুষ্ঠু পদোন্নতি হলে এ পদে অঞ্চল-১০এর তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী মনসুর আহম্মেদের নিয়োগ পাওয়ার কথা ছিল। মনসুর আহম্মেদকে 'আওয়ামী লীগার' বানিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে।

একই ভাবে ডিইউপির পরিচালক ফারুক আজিজকে আওয়ামী লীগার বানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী করা হয়নি। ফারুক আজিজের বাবা ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংসদ। যে কারণে ফারুক আজিজের জুনিয়র কুদরত উল্লাহ ও আব্দুস সালাম পদোন্নতি পেয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হয়েছেন। কিন্তু ফারুক আজিজ হতে পারেননি। অন্যদিকে এ ধরনের পদোন্নতিপ্রাপ্তরা একাধিক দায়িত্বও পালন করছেন। জেষ্ঠ্যতা ডিঙিয়ে মেয়রের আশীর্বাদে আরও যে দু'জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন তাঁরা হলেন ভাণ্ডার কর্মকর্তা মাহমুদ হোসেন ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা খন্দকার মিল্লাতুল ইসলাম।

প্রশান্তির একটি দিন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দীর্ঘদিন পর শনিবার প্রশান্তির দিন পার করল নগরবাসী। সূর্যের তেজ ছিল না বললেই চলে। দিনভর বয়ে যায় মৃদু বাতাস। নড়ে ওঠে গাছপালার পাতা। যাত্রীরা খুলে দেয় রিকসার হুড। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে বাতাসের প্রবাহ। পথচারীদের শরীর ছুঁয়ে যায় স্বস্তির বাতাস। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে , দেশের উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। শনিবার খুলনা, যশোরসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কালবৈশাখী ঝড় সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব এসে পড়ে রাজধানী ঢাকার ওপর। ফলে আবহাওয়া থাকে অন্য দিনের তুলনায় আরামদায়ক। এদিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও মিয়ানমার উপকূলে সৃষ্টি লঘুচাপ সামান্য উত্তরে এগিয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরকে স্থানীয়ভাবে তিন নম্বর সতর্ক সঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, শনিবার দেশের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ মংলায় ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন সন্দ্বীপে ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিসের দেয়া এ তথ্য থেকে দেখা গেছে, রাজধানীতে তাপমাত্রা কমে গেলেও সারাদেশের তাপমাত্রা তেমন নিম্নগামী হয়নি। অপরিবর্তিত রয়েছে। আজ রবিবার চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্র বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এদিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও মিয়ানমার উপকূলে লঘুচাপের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছে অবস্থান নেয়ার জন্য আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

শনিবার নগরীর আবহাওয়া হঠাৎ করেই পাল্টে যায়। শুক্রবারের অভিজ্ঞতার কারণে নগরবাসী ভাবতে পারেনি সকালের ঠাণ্ডা বাতাস দিনভর অব্যাহত থাকবে। নগরবাসীর এ ধারণা পাল্টে দিয়ে শনিবার দিনভর চলে মৃদু বাতাসের প্রবাহ। সূর্যের রশ্মি

সাময়িকভাবে উঁকি মারার চেষ্টা করেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নগরবাসী ফিরে পায় প্রশান্তি। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে প্রচণ্ড রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মানুষ। সামান্য মেঘলা ও মৃদু বাতাসের সংস্পর্শ পেয়ে মানুষ আরামে তাদের কাজ কর্ম সম্পাদন করে। কাজকর্মে ফিরে আসে গতি। পথচারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এতদিন রোদের ভয়ে পথচারীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল। মাথার উপর থেকে মানুষ নামিয়ে ফেলে ছাতা। ঠাণ্ডা বাতাসের আদলে রাস্তার পাশে দল বেঁধে আলাপ করতেও দেখা গেছে লোকজনকে। রাস্তার ফুটপাথে গড়ে ওঠা অনেক ভাসমান দোকানের পলিথিনের ছাউনি খুলে ফেলা হয়। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, লঘুচাপের কারণে নয়, দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে কালবৈশাখী উন্নতি লাভ করে বলেই রাজধানীর উপর দিয়ে মৃদু বাতাস বয়ে যায়।

বিএনপি নেতাদের বাহাস, ঐক্য দূর অস্ত!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ খালেদাপন্থী ও সংস্কারপন্থী নেতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের কারণে বিবদমান বিএনপির ঐক্য প্রক্রিয়া থেমে গেছে। খালেদা জিয়ার মনোনীত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সংস্কারপন্থী নেতা অস্থায়ী মহাসচিব মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমদ গত দু'দিন ধরে একে অপরের প্রতি পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন। শনিবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, হাফিজ কে? কিসের যৌথ ঘোষণা? কার সঙ্গে চুক্তি? হাফিজের সঙ্গে কিসের চুক্তি? সাধারণত চুক্তি হয়ে থাকে দেশে-দেশে ও ব্যবসার ক্ষেত্রে। বিএনপিতে আবার কিসের চুক্তি? তিনি বলেন, বিএনপিতে বিভক্তি নেই। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে। তিনি আরও বলেন, ২৯ অক্টোবরের গভীর রাতের তথাকথিত বৈঠক বাতিল ঘোষণা করে কেউ যদি মূল দলে ফিরে এসে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য কোন বাঁধা নেই। তবে মতলব নিয়ে যদি কেউ দলে ফিরতে চান তাঁদেরকে দলের নেতাকর্মীরা কখনও গ্রহণ করবে না। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ তাঁর বনানীর বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, কোন ব্যক্তির অহমিকার কারণে দলের ঐক্য ভেস্তে যেতে পারে না। ৩০ মে'র মধ্যে বিএনপির ঐক্য হবেই। এই বক্তব্যের পর শনিবার পাল্টা ব্রিফিংয়ে মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার।

শনিবার দুপুরে ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ, জেলা বিএনপি ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে তাঁর ন্যাম ফ্ল্যাটের বাসায় সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। দেলোয়ার হোসেন বলেন, দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য আইনজীবীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, যাঁরা দল ও দেশের দুঃসময়ে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে কাজ করবেন তাঁদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। দেশ ও জাতিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুগে যুগে জনতার বিজয় হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠায় বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজনৈতিক নেতার মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠায় এর কোন বিকল্প নেই। বিশেষ মহল বিএনপি ভেঙ্গে আরেকটা বিএনপি বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সকল অপচেস্টা ব্যর্থ হয়েছে।

দলের ঐক্য প্রসঙ্গে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন, যাঁরা বিএনপির ঐক্যের জন্য অতিউৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা থেকে মতামত ব্যক্ত করছেন। এটা কোনও দলের সিদ্ধান্ত না। তিনি বলেন, গত ২৯ অক্টোবর রাতের বৈঠকে সংস্কারপন্থীরা আমার প্রতি যে অনাস্থা দেখিয়েছেন, আমি দলীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আস্থা ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ যদি মতলব নিয়ে দলে ফিরতে চান তাঁদেরকে কখনও দলীয় নেতাকর্মীরা গ্রহণ করবে না। দলীয় ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিএনপিতে বিভক্তি নেই। ভুল স্বীকার করে নিলে যৌথ ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। তবে কেউ যদি মনে করেন ভুল করেছেন, তাহলে দেশবাসীর কাছে ভুল স্বীকার করে দলে ফিরে আসার প্রচেষ্টা চালাবেন। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, আজ সময় এসেছে আন্দোলন করার। কারণ আন্দোলন না করলে দাবি আদায় হয় না। দলমত নির্বিশেষে দেশের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঙ্কট মোকাবেলা করতে হবে। তিনি ঝালকাঠির নেতাদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের এলাকায় সিডর হয়েছিল। তেমনি ১/১১-এর পর বিএনপির ওপর সিডর হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট হোসেন আলী খান হাসান, ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট খান এ করিম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মাহবুব কবির, এ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম মন্টু, এ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, এ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট মোস্তফা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপি নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেল, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাবউদ্দিন, জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলা, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট সাবিনা ইয়াসমিন চৌধুরী বীণা, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা এএফএম ইকবাল।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে রোজা ও মিলাদ মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবিতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রোজা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত দু'দিন ধরে রোজা ও মিলাদ মাহফিলের কর্মসূচী অব্যাহত আছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় কেএমআর মসজিদে মিলাদ মাহফিল হয়। এছাড়াও শনিবার মিরপুর ৬ নং জামে মসজিদ, পল্লবী থানা, শ্যামপুর থানা, হাজারীবাগ থানা, ঢাকা মহানগর শ্রমিক দল ও হাজারীবাগ মহানগর শ্রমিক দল, তেজগাঁও থানা, সূত্রাপুর থানা, কোতোয়ালি থানা ও দনিয়া ইউনিয়ন, ৮৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার বাদশা মিয়া ও মনসুর আলীর নেতৃত্বে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আগস্টের মধ্যে ঋণের সুদের হার কমিয়ে আনছে

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আজ বিএবির বৈঠক

মিজান চৌধুরী ॥ আগস্টের মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের সুদের হার নামিয়ে আনছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর হুঁশিয়ারির পর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসেছে। এখন অনেক ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করার ব্যাপারে চরম অনীহা দেখাচ্ছে। তবে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবি বলেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক সুদের হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে।

এদিকে সুদের হার কমানোর বিষয় নিয়ে আজ রবিবার ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, তৈরি পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং বিটিএমের সঙ্গে বৈঠকে বসছে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক (বিএবি)। ওই বৈঠকে সুদের হার কমানো, রুগ্ন শিল্পের বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।

এ বৈঠক সম্পর্কে তৈরি পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ জনকণ্ঠকে বলেছেন, বিএবির বৈঠকটি হচ্ছে লোক দেখানো। এটি একটি আইওয়াশ ছাড়া কিছু নয়। সুদের হার কমানোর ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রহসন করছে। আমাদের দাবি ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসতে হবে।

এদিকে আগস্টের মধ্যে সুদের হার না কমালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর পদক্ষেপ নিবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ব্যাংকের ডেপুটি গবর্নর নজরুল হুদা। তিনি গত ৬ মে থেকে দু' মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে সুদের হার না কমালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স দেয়া হবে না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান। এসব বিষয় মাথায় রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের সুদের হার নামিয়ে আনার ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে।

এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন বলেছেন, সুদের হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে তারা কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনেই কাজ করা হচ্ছে। অন্যান্য ব্যাংক সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সুদের হার বেশি বুঝতে পারছি। শিল্প কারখানা টিকিয়ে রাখার জন্য শুধু সুদের হার কমালে চলবে না। বিদ্যুত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমানতের সুদের হারও বেশি দিতে হচ্ছে।

সূত্র মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের স্প্রেড কমানোর জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ জানায় গবর্নর। গত আগস্টে প্রায় ৩০টি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তারা পৃথক পৃথক সিরিজ বৈঠক করেছেন। বৈঠকগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে স্প্রেড কমিয়ে আনার ব্যাপারে আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি। ব্যাংকগুলো ইচ্ছেমতো গ্রাহকদের কাছ থেকে ঋণ সুদ আদায় এবং আমানতের সুদ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের গড় সুদের হার হচ্ছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং আমানতের সুদের হার হচ্ছে ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ। ঋণের সুদের হার ও আমানতের সুদের হারের মাঝখানের ব্যবধান (স্পেড) হচ্ছে গড়ে ৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই স্পেড কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে বলেছে।

সুদের হারের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ইচ্ছেমতো সুদরে হার আদায় করছে গ্রাহকদের কাছ থেকে। অল্প সুদে আমানতের টাকা ধার দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় সুদের হার আরোপ করছে। ফলে অতিমাত্রায় সুদ দিয়ে ঋণ নিয়ে অনেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান করে সফল হতে পারছে না। অনেকের শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি ঋণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক (বিএবি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার জনকণ্ঠকে জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে আনতে পারবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, কিছু ব্যাংক বাকি রয়েছে। তারা সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কাজ করছে। অন্যদিকে বেশ কিছু ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সুদের হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হবে। এ জন্য ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে রবিবার আলোচনা করা হবে। সুদের হার আরও কমিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের কথা শোনা হবে। এছাড়া রুগ্ন শিল্প নিয়েও আলোচনা হবে।

বর্তমানে দেশে ৪৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ ব্যাংক অতিমাত্রায় ঋণের সুদ আদায় করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সুদের হারের ব্যবধান বেশির ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। ওই ব্যাংকের আমানতের সুদের হার ৩ দশমকি ৩৭ শতাংশ এবং ঋণের সুদের হার ১৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সুদের হারের ব্যবধান ১১ দশমিক ৫১ শতাংশ। সুদের হারের ব্যবধান বেশির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ হারে আমানতকারীদের সুদ প্রদান করলেও ধার দেয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার আরোপ করেছে ২০ দশমিক ২৬ শতাংশ। ফলে সুদের ব্যবধান দাঁড়ায় ১১ দশমিক ২৯ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের সুদের হার সবচেয়ে বেশি। ব্যাংকটি আমানতের গড় সুদের হার ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ হলেও ঋণের সুদের হার ১১ দশমিক ৭৯ শতাংশ। সুদের ব্যবধান হচ্ছে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ।

ধর্ষণেও রক্ষা পায় নি, ধর্ষকরা গলা টিপে হত্যা করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ধর্ষণের শিকার হয়েও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের স্কুলছাত্রী বিটুনী অশ্রু ডি সিলভা শেষ রক্ষা পেল না। স্থানীয় সন্ত্রাসী মেহেদী গ্রুপ রাতের আঁধারে ঘরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করে মুখে বিষ ঢেলে দেয়। বিটুনীকে ধর্ষণের আগে ওই সন্ত্রাসীরা তার মাকেও ধর্ষণ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে সন্ত্রাসীরা হাসপাতালের বেডে শ্বাসরোধ করে বিটুনীর মৃত্যু নিশ্চিত করে। এই লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ভাদার্তী গ্রামে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ধর্ষিতার পিতা জেমস ডি সিলভা। এ সময় বিটুনীর পিতামাতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা এতই প্রভাবশালী যে, ঘটনার ৫ দিন পর থানায় মামলা হলেও তারা এলাকায় বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করায় তারা এখন পুরো পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে বলে জেমস ডি সিলভা অভিযোগ করেন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে স্ত্রী ও অন্য সন্তানদের নিয়ে তিনি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেমস। এসময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে সেতু ডি সিলভা (১১), ছেলে জয় ডি সিলভা (৭) ও অর্ণব (৩)। সংবাদ সম্মেলনে ধর্ষিত মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ৩০ এপ্রিল রাতে সন্ত্রাসীরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় তিনি ঘর থেকে বের হলে সন্ত্রাসীরা পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে জিম্মি করে ঘরে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ে বিটুনী অশ্রু ডি সিলভার (১৪) সামনে তাকে ধর্ষণ করে। মেয়ে এ সময় মাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তারা মাকে বাথরুমে নিয়ে আটকে রাখে এবং স্কুলপড়ুয়া ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী বিটুনী ডি সিলভাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং এক পর্যায়ে বিটুনীর মুখে বিষ ঢেলে দেয়। পরদিন সকালে তার মা ঢাকায় অবস্থানরত স্বামী জেমসকে ফোনে ঘটনা অবহিত করেন। ইতোমধ্যে ধর্ষিত মেয়ে বিটুনীকে মা থানা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। ধীরে ধীরে বিটুনী সুস্থ হয়ে ওঠে। সকাল ৯টা পর্যন্ত সে ভালভাবে কথা বলছিল। এর মাঝে হাসপাতালে ধর্ষক মেহেদী (২৪), দুলাল (২৮), রাসেল (২০), সোহেল, জেসিকা

বিটুনীর কাছে যায়। হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনাটি ফাঁস হয়ে গেলে মেহেদী ও তার সঙ্গীরা জেমসের ধর্ষিত স্ত্রীকে ওষুধ আনতে ফার্মেসিতে পাঠায়। এই সুযোগে মেহেদী ও তার সঙ্গীরা যোগসাজশে বিটুনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মা ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখতে পান বিটুনীর নিস্তেজ নিথর দেহ নিয়ে মেহেদীরা বসে আছে। অসহায় মা মেয়ের নিথর দেহ নিয়ে আহাজারী করলে মেহেদী, জেসিকা, দুলাল, রাসেল, সোহেল সটকে পড়ে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংবাদকর্মী আল আমিনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, হাসপাতালে মেহেদী বিটুনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। বিটুনীর পিতা জেমস সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, থানায় মামলা করতে গেলে তুমুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু আসামীদের পক্ষ নিয়ে থানায় মামলা না করার জন্য চাপ দেন ও থানা কম্পাউন্ডে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার ৫ দিন পর ওসি খন্দকার মিজান তার (জেমসের) ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনগড়া মামলা করান। একই সঙ্গে তিনি নিজেই মামলা তদন্তের দায়িত্ব নেন। এই অবস্থায় জেমস ডি সিলভা মেয়ে হত্যার বিচার চেয়ে দ্রুত আসামীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তনের জোর দাবি জানান।

তিন পিএসআই কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ তিন পিএসআই কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও শুল্ক ফাঁকির প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস তদন্ত কাজ পরিচালনা করছে। অভিযোগ তদন্ত কমিটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দেয়া তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে শুল্ক ফাঁকি ও মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও সুপারিশ করেছে। সম্প্রতি জনকণ্ঠসহ কয়েকটি পত্রিকায় এ সম্পর্কিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি তদন্তের জন্য রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানায়। রাজস্ব বোর্ড একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে অভিযোগ তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসকে নির্দেশ দেয়। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের আইন কর্মকর্তা হোসাইন হেলালের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অফিসে পৌঁছেছে।

জানা গেছে, তদন্ত রিপোর্টে পিএসআই কোম্পানি ব্যুরো ভেরিতাস, এসজিএস, আইটিএস-এর বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্ত ও পর্যালোচনায় রাজস্ব ফাঁকির বিষয়টি স্পষ্ট। পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করে কম মূল্য দেখানোর কারণে 'মানি লন্ডারিং' অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। এতে বলা হয়, গত দুই অর্থবছরে ফুল ক্রিম গুঁড়োদুধ, ইনফ্যান্ট ফর্মুলার বেবিফুড এবং ফ্যাব্রিক্স আমদানির ৩৪৭টি চালান পর্যালোচনা করে দেখা যায়– কোন কোন চালান সরাসরি উৎপাদনকারী দেশ থেকে আমদানি না হয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে তৃতীয় কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। এতে সরাসরি দেশ থেকে আমদানির চেয়ে তৃতীয় দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে সিআরএফ মূল্য কম দেখানো হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, চীন থেকে আমদানিকৃত চীনে উৎপাদিত গুঁড়ো দুধের সিআরএফ সর্বনিম্ন মূল্য কেজিপ্রতি ২ দশমিক ০২ ডলার থেকে সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ০৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। অথচ একই সালে চীনের এই দুধ মালয়েশিয়া থেকে শিপমেন্ট দেখিয়ে মূল্য দেখানো হয়েছে কেজিপ্রতি সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫১ ডলার। এ ছাড়া কোরিয়ায় উৎপাদিত ইনফ্যান্ট ফর্মুলার বেবিফুড সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি হয়ে থাকে। এতেও রাজস্ব ফাঁকি ও অবমূল্যায়নের প্রমাণ পাওয়া গেছে। '০৬ সালের পহেলা জুলাই থেকে '০৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ১৪টি সিআরএফ ও সংশ্লিষ্ট ১৪টি বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে সর্বমোট ৬ কোটি ২৬ লাখ টাকার বেশি রাজস্ব ফাঁকীর সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে প্রকৃত মূল্য গোপন করার জন্য সম্ভাব্য অবমূল্যায়নের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং-এর পরিমাণ ৮ কোটি টাকার বেশি। ফ্যাব্রিক্স আমদানির ক্ষেত্রেও তৃতীয় দেশ থেকে শিপমেন্টের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রিপোর্টের পর্যালোচনা ও মন্তব্যে বলা হয়, তৃতীয় দেশ থেকে ফুল ক্রিম গুঁড়োদুধ আমদানির ব্যাপারে পিএসআই কোম্পানি ব্যুরো ভেরিতাস একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ব্যাখ্যাটি কমিটির পর্যালোচনাধীন রয়েছে। ইনফ্যান্ট বেবিফুড তৃতীয় দেশ থেকে আমদানির বিষয়টি তদন্তের জন্য এর প্রকৃত মূল্যসহ আরও কিছু তথ্য প্রয়োজন। সব তথ্য যোগাড় করে বিস্তারিত রিপোর্ট পরে দেয়া হবে। কমিটি মনে করে, পিএসআই বিধিমালা অনুযায়ী ইনভেস্টিগেশন রিকয়ারমেন্টের সুযোগ নিয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদনকারী দেশের মূল্য থেকে তৃতীয় দেশ থেকে কিভাবে কম মূল্যে পণ্য আমদানি করা যায় তা আরও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।

পুলিশী নির্যাতনে নিহত কৃষকের লাশ দাবি পূরণের আশ্বাসে গভীর রাতে দাফন

চকরিয়া থানা টাউটবাটপাড়ের আখড়া, জোট আমলের ধারা অটুট ॥ ওসি বদলি

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ॥ দীর্ঘদিন ধরেই দালাল আর টাউট-বাটপাড়ের একটি আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়েছিল কক্সবাজারের চকরিয়া থানাটি। সেই বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে এ থানাটির কর্মকাণ্ড চলেছে কারারুদ্ধ সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের নির্দেশে। যার ধারাবাহিকতা থেকে থানাটি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি বলে দাবি উঠেছে নানা মহল থেকে। এমনকি জোটের দুঃশাসনপরবর্তী সময়ে প্রতিমন্ত্রী এবং তার হোমড়াচোমড়াদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের ব্যাপারে পুলিশ তেমন জোরালো তদন্ত পর্যন্ত করা থেকে বিরত ছিলেন বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে। আর এ সবের ব্যাপারে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় থানাটির অভ্যন্তরে নানাবিধ অন্যায় কর্মকাণ্ডের ঘটনাও বেপরোয়া রূপ নেয় বলে মনে করেন চকরিয়ার সচেতন মহল। এদিকে চকরিয়া থানা পুলিশের বেধড়ক পিটুনিতে গত বুধবার দিবাগত রাতে নিহত কৃষক সিরাজুল ইসলামের লাশ শুক্রবার গভীর রাতে দাফন করা হয়েছে। এর আগে নিহত সিরাজুল ইসলামের আত্মীয়স্বজন এবং চকরিয়ার ক্ষুব্ধ জনতা তিন দফা দাবিতে একটানা ৫০ ঘণ্টা লাশ দাফনে বিরত ছিলেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত চকরিয়া থানার ওসি রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও থানার দারোগা হাফিজের গ্রেফতার, হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং লাশের পূর্ণময়নাতদন্তের দাবিতে লাশ দাফন না করে বিক্ষোভ করে আসছিলেন। যৌথবাহিনীর কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষুব্ধ জনতার দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে শুক্রবার গভীর রাতে নিহত কৃষকের লাশ দাফনে সম্মত হন। তবে শনিবার সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চকরিয়ায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। চকরিয়া থানার ওসিকে শনিবার রাতে এ ঘটনায় খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে। দারোগা হাফিজকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিহত কৃষকের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হলেও এ পর্যন্ত সেই রিপোর্টও মিলেনি। তদুপরি যে আদম বেপারী শাহ আলমের জন্য এত বড় ঘটনাটি থানায় সংঘটিত হয়েছে সেই প্রতারক আদম বেপারীর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তার বিরুদ্ধে নেয়নি কোন মামলা এবং তাকে গ্রেফতারও করেনি। ওল্টো পুলিশ কর্তৃক কৃষক হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ করায় স্থানীয় দেড়-দু'শ' লোকের বিরুদ্ধে পুলিশ থানায় একটি মামলা রেকর্ড করায় স্থানীয় এলাকাবাসী আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। এদিকে শনিবার কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমাম হোসেনের সঙ্গে

যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নিহত ব্যক্তির পিতা পুলিশের বিরুদ্ধে যে হত্যা মামলা দায়ের করেছে তার তদন্ত চলছে। তদুপরি ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই সব ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে কক্সবাজারের চকরিয়া থানায় একের পর এক সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি উত্থাপিত হয়েছে। এলাকার ভুক্তভোগী লোকজন জানিয়েছেন, চকরিয়া থানাটিতে শতাধিক টাউট-বাটপাড় শ্রেণীর লোক রয়েছে। তবে থানার পুলিশ দাবি করেছে মাত্র ১৮ টাউট-বাটপাড়ের কথা। তাদেরও একটি তালিকা রয়েছে থানায়। তালিকাভুক্ত টাউটরা একদিনের জন্যও থানা থেকে বিতাড়িত হয়নি। এ সব টাউটের মধ্যে অনেকেই প্রচুর টাকাপয়সার মালিকও রয়েছে। এমনকি লাইসেন্সধারী অস্ত্র রয়েছে এমন লোক পর্যন্ত টাউটদের তালিকায় আছে। এ সব টাউট-বাটপাড়ের কথার বাইরে যেতে পারে না থানার অফিসার থেকে সিপাইরাও– তারা এ রকমই একটি পরিস্থিতি সেখানে জিইয়ে রেখেছে। গত বুধবার রাতে পুলিশের নির্যাতনে নিহত কৃষকের ঘটনার নেপথ্যেও থানার কতিপয় টাউট-বাটপাড়ের ভূমিকার কথা লোকমুখে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। তারাই পুলিশকে আদম বেপারীর পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজ করেছে নেপথ্যে। এ কারণেই এত বড় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় লোকজনও তাদের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা টাউট-বাটপাড়রা নানা কৌশলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তারা এমনভাবে চলে যাতে করে কেউ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে। আর এসব টাউটই থানার দারোগাদের নষ্ট কাজের অন্যতম হোতা হিসাবেও ভূমিকা রাখে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কারণেই বার বার ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। মূলত বিগত জোটের আমলে চকরিয়া থানায় সৃষ্ট এ রকম পরিস্থিতির দিকে উর্ধতন কর্মকর্তাদের তেমন একটা নজর না পড়ায় এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। চকরিয়ার ভুক্তভোগী লোকেরা এক্ষুণি থানাটির দীর্ঘদিনের চলমান অনিয়ম দুর্নীতির ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

<u>চলে গেলেন আনোয়ার চৌধুরী</u>

‘বিদায় বাংলাদেশ, আবার দেখা হবে’

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ চলে গেলেন আনোয়ার চৌধুরী। চার বছর দায়িত্ব পালন শেষে শনিবার বিদায় নিয়েছেন ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। বিমানে চড়ার আগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ কূটনীতিক। বললেন, “বিদায় বাংলাদেশ। আবার দেখা হবে। আপনারা ভাল থাকবেন।”

২০০৪ সালের মে মাসে হাইকমিশনারের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আসেন আনোয়ার চৌধুরী। ২০০৭ সালের এপ্রিলে তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়। গত ১২ মে বাংলাদেশে তার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়। এর আগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে বদলী করে। স্টিফেন ইভান্স নতুন ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসাবে ঢাকায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। আনোয়ার চৌধুরীকে নিয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানটি শনিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। বিমানবন্দরের গ্রীন চ্যানেল দিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ করেন আনোয়ার চৌধুরী। বাংলাদেশকে বিদায় জানাতে গিয়ে আবেগাপ্লুত চৌধুরীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে হাত দিয়ে কয়েকবার চোখ মোছেন তিনি। তাঁকে বিদায় জানাতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আনোয়ার চৌধুরীকে বিদায় জানানোর পর ঢাকায় জার্মান রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্ক মেইকী সাংবাদিকদের বলেন, এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ন মূর্হুত। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের পাশাপাশি বাংলাদেশ-ব্রিটেন সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার নানা দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাল সময় কেটেছিল। জার্মান দূত আশা করেন, আনোয়ার চৌধুরীর উত্তরসূরিও বাংলাদেশ-ব্রিটেন বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক আরও জোরদারে ভূমিকা রাখবেন।

গত চার বছর দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনীতি ও পট পরিবর্তনের উত্তাল দিনগুলোর স্বাক্ষী ছিলেন আনোয়ার চৌধুরী। দ্বায়িত্ব পালনের শুরুতে ২০০৪ সালে মৃত্যুর অনেকটাই কাছে চলে গিয়েছিলেন। সে বছরের পিতৃভূমি সিলেটে হযরত শাহজালাল (র) মাজার জিয়ারতকালে তাঁর ওপর বোমা হামলা হয়। ভাগ্যক্রমে আনোয়ার চৌধুরী প্রাণে বেঁচে গেলেও বর্বরোচিত সে হামলায় বেশ কিছু নিরীহ মানুষ হতাহত হয়। ব্রিটেনে কয়েক মাসের চিকিৎসা শেষে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন তিনি। বাংলাদেশ ছাড়ার আগে বোমা হামলার বিচার দেখে যেতে পারলেন না আনোয়ার চৌধুরী। তবে গত মাসে “ডিকাব টক–এ আশা প্রকাশ করেছিলেন,আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তিনি ন্যায়বিচার পাবেন।   বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনীতির বিভিন্ন সময় আনোয়ার চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সংঘাত অবসানে প্রভাবশালী দাতা দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেত্রী বৃন্দের কাছে ছুটে গেছেন বারবার। রাজপথের সংঘাত পরিহার করে আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি বিএনপি-জামায়াত জোটের প্রহসনের নির্বাচনের উদ্যোগের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন আনোয়ার চৌধুরী। একই বছরের এগারোই জানুয়ারি দেশে জরুরী অবস্থা জারি হলে অন্যান্য দাতাদেশগুলোর প্রতিনিধিদের মতো আনোয়ার চৌধুরীও তাকে স্বাগত জানান। তবে বিভিন্ন সময় তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, জরুরী অবস্থা জারির পেছনে তাঁর কোন হাত ছিল না। আনোয়ার চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে নানা মহলে যখন আলোচনা-সমালোচনা ঝড়, তখন স্পষ্টভাবেই তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে তিনি নতুন ব্রিটিশ ভাইসরয় নন, বরং এখানে স্থিতিশীল ও সুদৃঢ় গণতন্ত্র দেখতে চান।

কলাপাড়ায় হঠাৎ করে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলাপাড়া, ১৭ মে, ॥ লিটারপ্রতি ৮০ টাকা দিলে পেট্রোল আছে, এর কম হলে নেই– কলাপাড়ায় দোকানিরা এমন কৌশলে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০-১৫ টাকা বেশি হাতিয়ে নিচ্ছে। তারা কেরোসিন ডিজেলের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেল মজুদ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। মোট কথা জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে মুনাফা লোভী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ক্রেতাদের ঠেকিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে মুনাফা। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আলআমিন জানান, তিনি বরিশাল থেকে ৬৫ টাকা লিটার দরে পেট্রোল কিনেছেন। অথচ কলাপাড়ায় বিক্রি হচ্ছে লিটার প্রতি ১৫ টাকা বেশি ৮০ টাকায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেখার যেন কেউ নেই। কেরোসিন -ডিজেলও বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা লিটার দরে। আরও দাম বাড়তে পারে এমন লোভে একজন ক্রেতাকে দুই লিটারের বেশি দেয়া হচ্ছে না। মৎস্য বন্দর মহিপুর-আলীপুরের জেলেরা হঠাৎ করে কেরোসিন ডিজেলের দাম বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এমন কি বহু বিক্রেতা দোকানে জ্বালানি তেল থাকতেও নেই বলে সৃষ্টি করছে কৃত্রিম সঙ্কট।

খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় জাতিসংঘকে তৎপর হওয়ার আহ্বান

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খাদ্য সঙ্কট ও খাদ্যের উচ্চমূল্য মোকাবেলায় জাতিসংঘকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কট দূর করতে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন, উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া এই সঙ্কট মোকাবেলার আর কোন পথ নেই।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে "সার্কের ভবিষ্যত : নাগরিক প্রত্যাশা" বিষয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। গোলটেবিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ড. স্টিফেন ফ্রোইন, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত আহমেদ করিম নবাবি, সিরডাপের মহাপরিচালক ড. দুর্গা পাউডিয়াল, সংবাদ সংস্থা বাসসের প্রধান সম্পাদক জগলুল আহমেদ চৌধুরী। সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান গোলটেবিলে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দক্ষিণ এশিয়া আজ অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ অঞ্চলের মাথাপিছু জাতীয় আয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক নিচে। আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র পাঁচ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। ব্যাপক দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুযোর্গ দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক পুঁজি বাজারে অস্থিরতা, বর্ধমান সংরক্ষণবাদ ও জ্বালানি সঙ্কট এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমন্বিত আঞ্চলিক উদ্যোগ প্রয়োজন। সার্ক আমাদের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর কাঠামো। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২৩ বছর আগে সার্ক গঠিত হয়েছিল। দক্ষিন এশিয়ার এক শ' কোটির বেশি মানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক। অভিন্ন সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এক উন্নত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তারা হাতে হাত রেখেছিল।

ড. স্টিফেন ফ্রোইন সার্ককে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, ইইউ-এর ১৫টি দেশ এখন অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করে। সার্কের সামনেও এখন আন্তঃযোগাযোগ, সার্ক উন্নয়ন তহবিল, কাস্টমস ও অর্থনৈতিক ইউনিয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ এসেছে। হুয়া দু, ইউরোর আদলে সার্কের অভিন্ন মুদ্রা চালু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কে হচ্ছেন পরবর্তী রাবি ভিসি– রাজশাহীতে ব্যাপক জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বন্ধ থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপক তোড়জোড় চলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অপরীসারিত হলেন বিগত জোট সরকার নিযুক্ত রাবির বিতর্কিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেন। অবশ্য তাঁর অপসারণের বিষয়টি ছিল উত্তরাঞ্চলের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের দীর্ঘদিনের দাবি।

এদিকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মামনুনুল কেরামতের বিরুদ্ধেও সদ্য অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেনের অনুরূপ দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এসব বিবেচনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে খুব শীঘ্রই পূর্ণ উপাচার্য নিয়োগের প্রসঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। আলোচনায় পরবর্তী উপাচার্য কে হবেন তাও অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা চাইছেন অপেক্ষাকৃত সৎ, প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় দক্ষ-অভিজ্ঞ কোন শিক্ষককে পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হোক।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিগত জোট সরকারের দলীয় বিবেচনায় নিযুক্ত, বহুল আলোচিত দুই উপাচার্য যথাক্রমে অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী এবং অধ্যাপক আলতাফ হোসেন কর্তৃক নিয়োগে বাণিজ্য, আত্মীয় ও দলীয়করণসহ প্রশাসনিক ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ দলীয় উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেনকে অপসারণ করা হয়। এর আগে বিভিন্ন সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত সৎ, প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং দুর্নীতিবিরোধী মনোভাবকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি সম্ভাব্য তালিকাও প্রস্তুত করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

সূত্র মতে, সম্ভাব্য উপাচার্য হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এএইচএম জেহাদুল করিম, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. একেএম আজাহারুল ইসলামের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

জানা যায়, উল্লেখিতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী মহলে প্রশাসনিক কাজে দক্ষ-অভিজ্ঞ অধ্যাপক ড. এএইচএম জেহাদুল করিমের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলমান দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়া জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ হিসেবেও তিনি বিভিন্ন মহলে সুপরিচিত।

অন্যদিকে অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী রাবির উপ-উপাচার্য হিসেবে ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে চার বছরের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এদিকে রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. একেএম আজাহারুল ইসলাম '৯০-এর দশক থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্য নিয়োগের আলোচনায় স্থান পাচ্ছেন। তিনি 'জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী হিসেবেও ব্যাপক পরিচিত। সম্প্রতি তিনি চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। মূলত উচ্চ পর্যায়ে জামায়াত কানেকশনের কারণে তিনি রাবির উপাচার্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ২০০১ সালের ১২ নবেম্বর জোট সরকার দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত রাবির তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান খানকে অপসারণ করে দলীয় বিবেচনায় অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়। একইভাবে ২০০৫ সালের ৫ জুন অধ্যাপক এম আলতাফ হোসেন উপাচার্য পদে নিয়োগ পান।

প্রসঙ্গত, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত। উক্ত এ্যাক্ট অনুসারে সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত রাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম সাইদুর রহমান খানের আমলে ২০০১ সালের ২৬ জুন রাবি সিনেটের সর্বশেষ বার্ষিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জোট সরকারের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত দুই উপাচার্য (অধ্যাপক ফারুকী এবং অধ্যাপক আলতাফ) একবারও সিনেট অধিবেশন আহ্বান করেননি। অর্থাৎ উভয়ে সিনেটকে পাশ কাটিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করেন।

দাউদকান্দি সেতু মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার দশটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি (মেঘনা-গোমতী) সেতুর জরুরী পুনর্বাসন কার্যক্রমের সিসি কাস্টিং কাজের জন্য ২০ মে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ২১ মে সকাল দশটা পর্যন্ত সেতুর ওপর দিয়ে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। -তথ্য বিবরণী।

রাঙ্গামাটিতে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর গুলি বিনিময় ॥ আটক ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, রাঙ্গামাটি, ১৭ মে ॥ জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার দুরছড়ি এলাকায় শুক্রবার বিকালে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর একটি টহল দলের মধ্যে গুলিবিনিময় হয়েছে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার পথে সেনাসদস্যরা ২ সন্ত্রাসীকে ধরে ফেলে। এরা হলো রিতান চাকমা (২৫) ও দিপর চাকমা (২৩)। অন্যরা দ্রুত পালিয়ে যায়। এরা দীর্ঘ দিন ধরে সন্ত্রাসী কায়দায় সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত বলে জানা গেছে। সম্প্রতি সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে দুরছড়ি বাজার লুট করে। ওই সময়ে সন্ত্রসীদের গুলিতে দু'ব্যবসায়ী নিহত হয়।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বন্ধুক ভাঙ্গা এলাকায় জোতের কাঠ কাটতে গিয়ে গাছের নিচে চাপা পড়ে আমির হোসেন (৩২) নামে শহরের এক কাঠুরিয়া নিহত হয়। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

কোরেশী উবাচ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের (পিডিপি) আহ্বায়ক ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বলেছেন, দু'নেত্রীর মুক্তি ছাড়াও অর্থবহ সংলাপ ও অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তাঁদের মুক্তির বিষয়টি একটি দলীয় দাবি। তাঁদের দলের নেতাকর্মীরা আগামী নির্বাচনকে দু'নেত্রীর মুক্তির ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন, যেহেতু দু'নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং তাঁদের সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তাই তাঁদের মুক্তির বিষয়টি আইনী প্রক্রিয়ার ব্যাপার। তাঁদের মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই। তিনি বলেন, সংলাপের এজেন্ডা নির্বাচনের পূর্বশর্ত নয়। সরকারের কাজ হলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়া। সংলাপের মাধ্যমে সরকার কিছু পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। আমরা সংলাপকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। তিনি বলেন, জাতীয় পর্যায়ে একটি সনদ থাকা জরুরী। আগামী নির্বাচনে দু'নেত্রীর ভাগ্য নির্ধারণে বিচারকাজ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানান তিনি।

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী শনিবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টার ভাষণকে দিকনির্দেশনামূলক উল্লেখ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আগামী সংসদ, উপজেলা ও পৌর নির্বাচন সম্পর্কে সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়েছেন। সরকারের পূর্বঘোষিত রোডম্যাপ অপরিবর্তীত রেখে এ বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন এবং তার পূর্বে উপজেলা নির্বাচন ও পৌর নির্বাচন সম্পন্ন করার ঘোষণা দিয়ে সকল জল্পনা-কল্পণার অবসান ঘটিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সারাদেশে ঘরোয়া রাজনীতি উন্মুক্ত করারও ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জরুরী আইন শিথিল করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখার সংকল্প জাতিকে আশ্বস্ত করেছে। তিনি বলেন, আমাদের দাবি ছিল সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য জরুরী আইন বহাল রাখা অপরিহার্য এবং প্রয়োজনমতো শিথিল করে নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। আমাদের দাবির প্রতি সমর্থন রেখে নানামুখী চাপ সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবি অনুযায়ী সরকার শীর্ষ পর্যায়ের ২ শতাধিক রাজনীতিক ও অন্যদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আদালতে মামলা করেছে। কিছু মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অন্যগুলোর বিচার চলছে। সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপের ফলে প্রভাবশালী মহলের ক্ষোভের কারণ ঘটলেও এই প্রথমবার দেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছে, যা আগামীতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, কেবল শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এর মূলোৎপাটন হবে না। জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় যারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পেশীশক্তি ও কালো টাকার জোরে অপকর্ম চালিয়ে এসেছে তাদেরকে নিবৃত্ত করা না গেলে আগামীতে এরাই আবার রাজনীতি-অর্থনীতির শীর্ষে চলে আসবে। এজন্য আসন্ন নির্বাচনের আগেই সরকারকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পাবনায় আ'লীগ নেত্রীর বাড়িতে জামায়াত শিবিরের হামলায় ভাংচুর লুট

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনা, ১৭ মে ॥ মসজিদের ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার গড়াইগোজাই গ্রামের মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী ময়না খাতুনের বাড়িতে শনিবার কয়েক দফা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

পুলিশ ও এলাবাসী জানিয়েছে, সাবেক মহিলা মেম্বার আওয়ামী লীগ নেত্রী ময়না খাতুনের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদের দীর্ঘদিনের ইমাম ইমান আলী জামায়াত সমর্থক না হওয়ায় মসজিদ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে জনৈক মাসুম বিল্লাহকে ইমামের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে মুসল্লিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় ওই ইমাম অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখলে কয়েক যুবক এর প্রতিবাদ জানায়। এরপর জামায়াত শিবিরের কর্মীরা প্রতিবাদকারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। এর জের ধরে শনিবার সকাল সাড়ে ৬টায় জামায়াত শিবিরের ক্যাডার ফারুক, ফকরুল, দেলোয়ারের নেতৃত্বে ময়না খাতুনের বাড়িতে ব্যাপক হামলা ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এ ঘটনায় ময়না খাতুনের বড় ছেলে সানাউল্লা সাঁথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।